জাতিসংঘ

- ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বনেতাদের একাধিক বৈঠক ও সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

আটলান্টিক সনদ (১৪ আগস্ট, ১৯৪১)

কী ছিলো এই সনদে?

- এই সনদে যুদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত হয়।

- প্রতিটি জাতির নিজস্ব শাসনব্যবস্থা বেছে নেয়ার অধিকার, মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার, মুক্তভাবে জোট গঠনের অধিকার এবং সমুদ্রে মুক্তভাবে চলাচলের অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে দারিদ্র দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপরেও জোর দেওয়া হয়।

বিশ্ব শান্তি রক্ষার ঘোষণা: আটলান্টিক সনদ

মূলনীতি-৮ টি

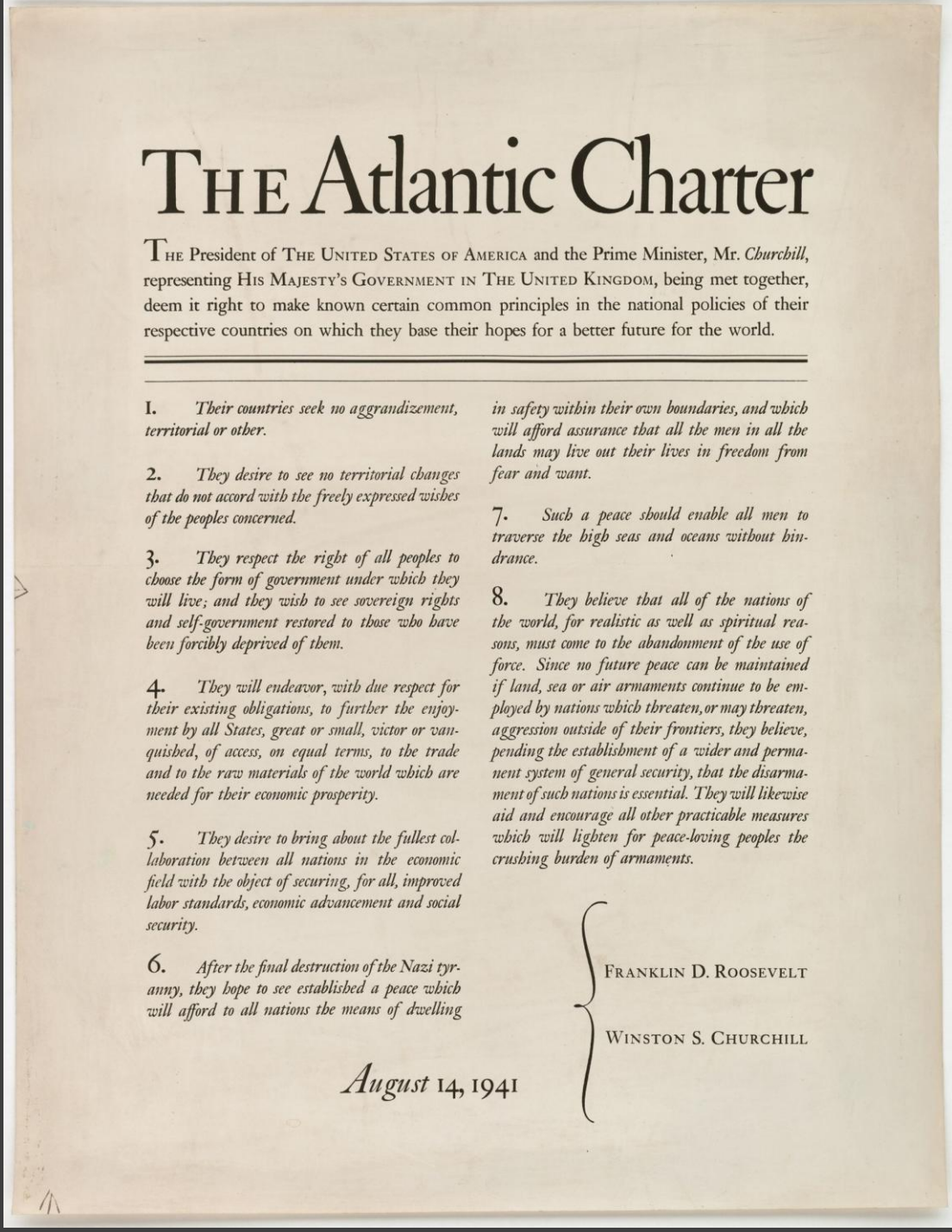

The Atlantic Charter

The President of The United States of America and the Prime Minister, Mr. *Churchill*, representing His Majesty's Government in The United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

1. *Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.*

2. *They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.*

3. *They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.*

4. *They will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.*

5. *They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.*

6. *After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want.*

7. *Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.*

8. *They believe that all of the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.*

August 14, 1941

Franklin D. Roosevelt

Winston S. Churchill

ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন সম্মেলনে ‘জাতিসংঘ’ নাম প্রথম ব্যবহার করেন -

রুজভেল্ট

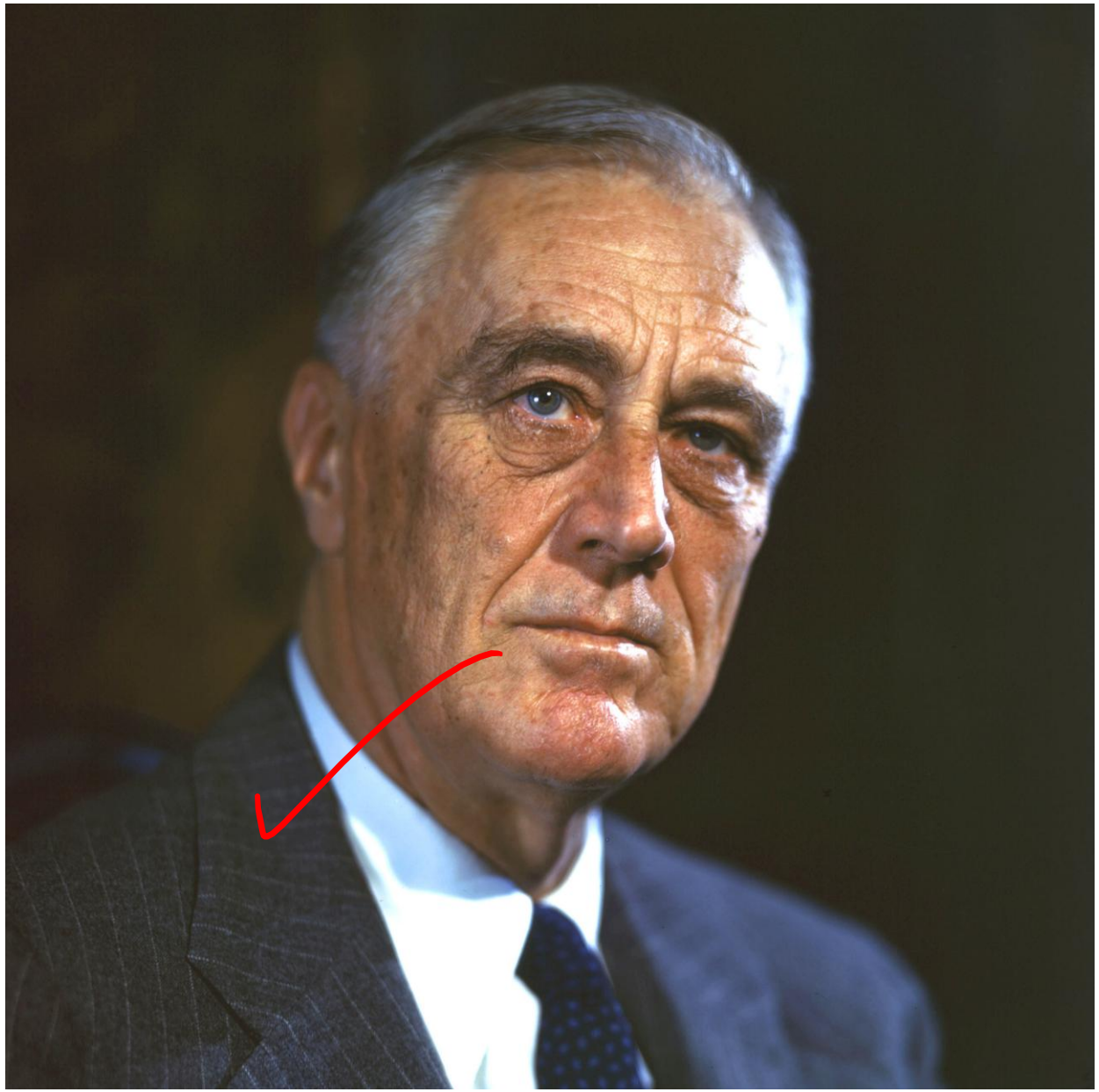

- ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে ৫ টি স্থায়ী সদস্য নিয়ে একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

- China,
- France,
- Russian Federation,
- The United Kingdom, and
- The United States

P5

ইয়াল্টা সম্মেলন

১৯৪৫

স্থান - ক্রিমিয়া

ইয়াল্টা সম্মেলন

- ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ ইউক্রেনের ইয়াল্টায় ডাম্বারটন সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়।
- ৫টি স্থায়ী সদস্যের Veto প্রদান ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

- ২৬ জুন ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর ৫১ তম দেশ হিসেবে পোলান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর এ সনদ কার্যকরী হয়।

জাতিসংঘ সনদে মোট কয়টি দেশ স্বাক্ষর করে?

51

Founding Member

জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়

২৪ অক্টোবর

জাতিসংঘ দিবস কবে?

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩

P-5

সর্বশেষ সদস্য - দক্ষিণ সুদান, ২০১১

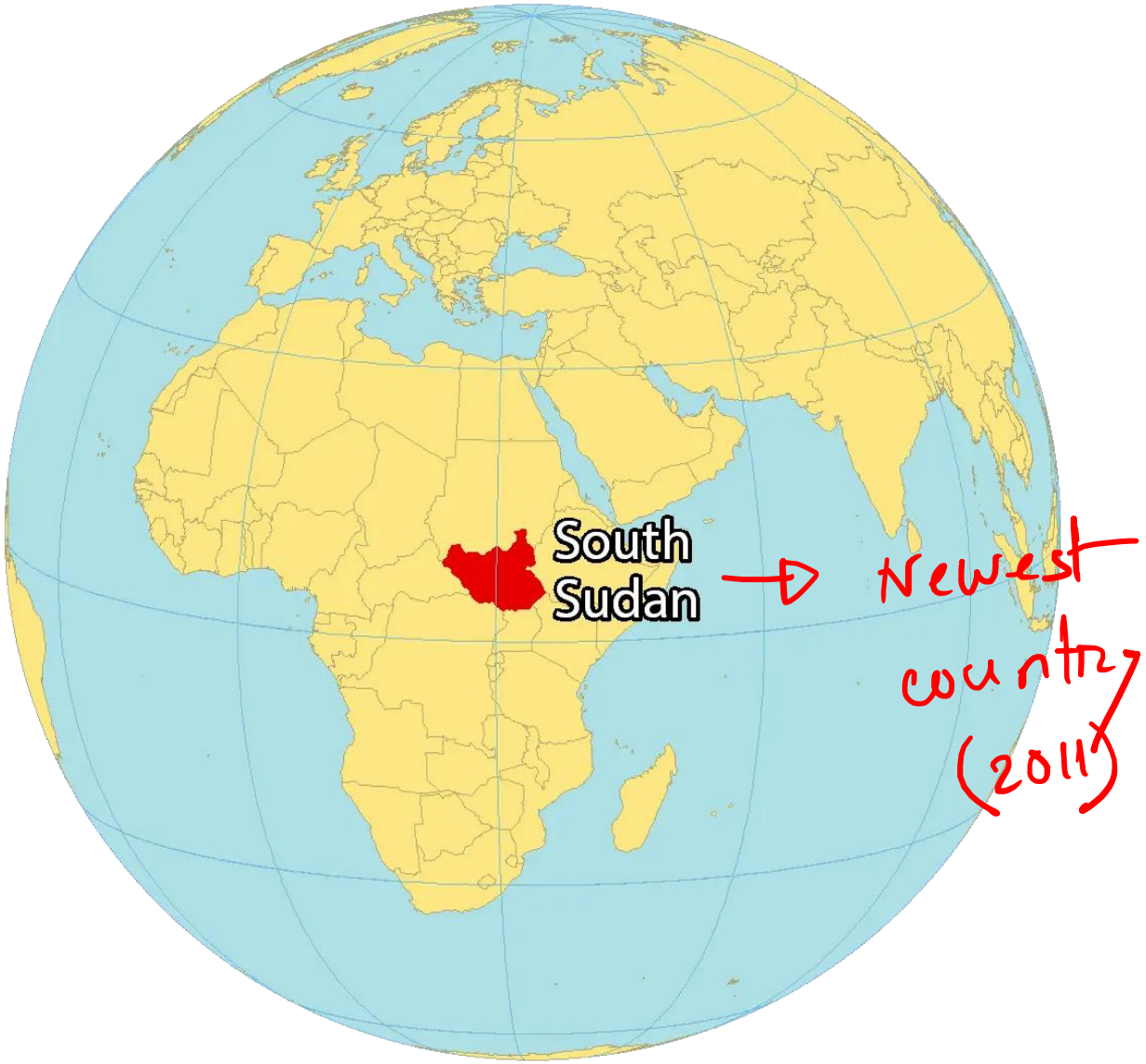

observer

পর্যবেক্ষক দেশ – ২টি

ফিলিস্তিন

The Holy See → Vatican city

সদর দপ্তর

ম্যানহাটন,

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

শাখা সদর দপ্তর – ৩ টি

- জেনেভা
- ভিয়েনা
- নাইরোবি

Europe

Africa

অফিসিয়াল ভাষা – ৬ টি

The Six Official Languages of the UN
English
Hello
Arabic
مرحبا
Chinese
(Mandarin)
你好
Spanish.
Hola
Russian
привет
French
Bonjour

জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা কয়টি? | ২ টি

Working language

জাতিসংঘের নামে বিশ্ববিদ্যালয়

UN University
টোকিও

UN University for Peace, কোস্টারিকা , যান থেকে

মহাসচিব

Secretary General

ট্রাইগভেলি

- নরওয়ের নাগরিক।
- তিনি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- কোরীয় যুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন।

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড

- সুইডেনের নাগরিক
- ১৯৬১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন
- ১৯৬১ সালে শান্তিতে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাতিসংঘ লাইব্রেরীর নাম-

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরী

উ থান্ট

- মায়ানমারের নাগরিক।
- এশিয়া থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন ।

কফি আনান

- ঘানার নাগরিক।
- ২০০১ সালে জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব।

অ্যান্টনিও গুতেরেস

2017
2022

- ৯ম মহাসচিব (২য় মেয়াদে দায়িত্ব পান করছেন)
- পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
- UNHCR এর সাবেক প্রধান ছিলেন।
- চারদিনের সফরে ১৩ মার্চ ২০২৫ জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বাংলাদেশে আসেন।

৫ জন মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করেন-

1. Kurt Waldheim (1973)
2. Javier Pérez de Cuéllar (1989)
3. Kofi Annan (2001)
4. Ban Ki-moon (2008, 2011, 2019)
5. António Guterres (2018, 2025)

জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা

সনদের ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত ৬টি অঙ্গ-সংস্থা হচ্ছে-

1. সাধারণ সভা (General Assembly)
2. নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
4. সচিবালয় (Secretariat)
5. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
6. অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

সাধারণ পরিষদ/ আলোচনা পরিষদ

এটিকে জাতিসংঘের ‘Mother Organ’ বলা হয়।

- জাতিসংঘের সকল সদস্য

সাধারণ পরিষদের সদস্য।

১৯৩

- সদস্য সংখ্যা – ১৯৩

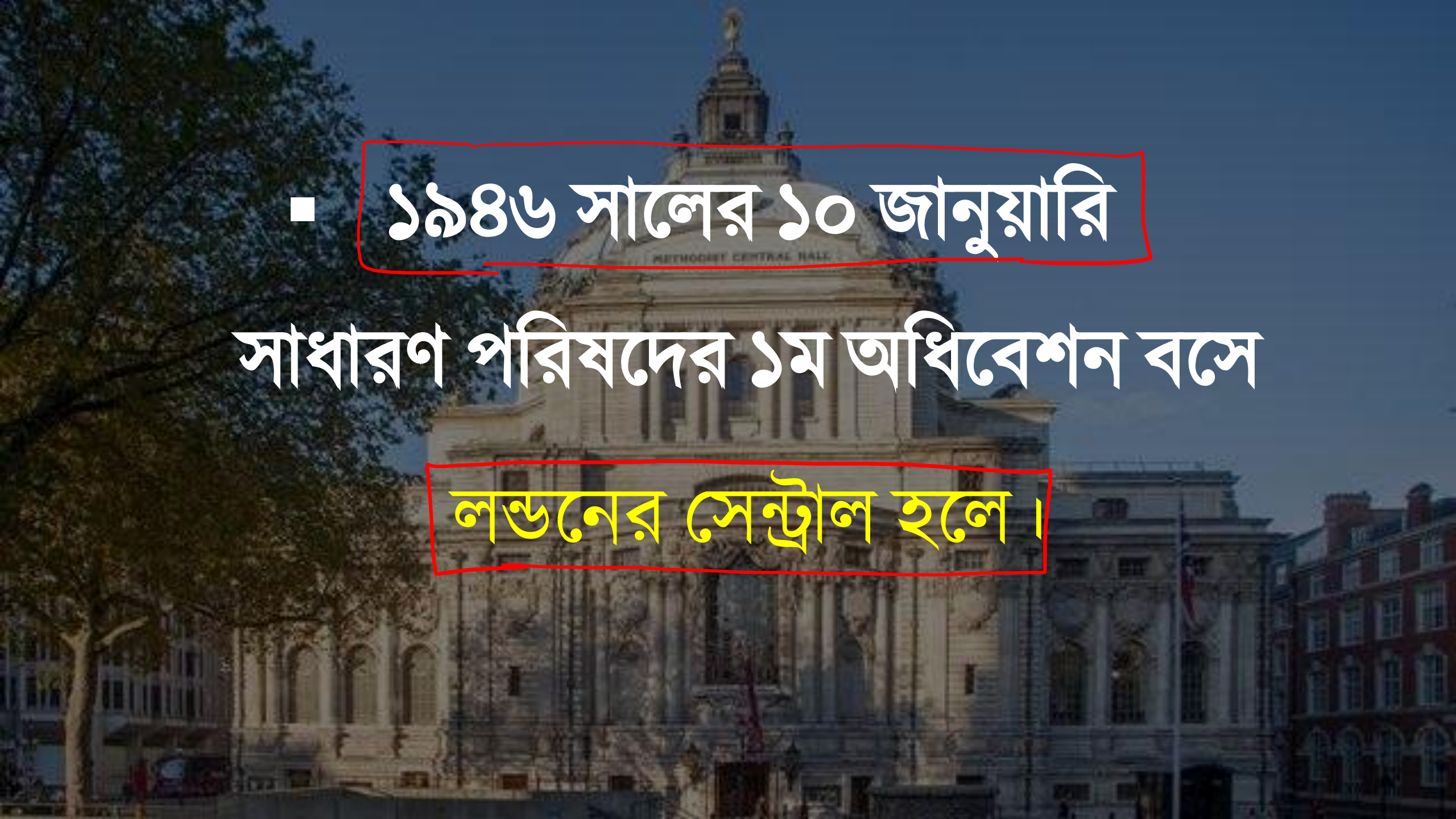

- ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি

সাধারণ পরিষদের ১ম অধিবেশন বসে

লন্ডনের সেন্ট্রাল হলে।

- সাধারণ পরিষদ সারা বিশ্বের আইনসভা নামে পরিচিত।
- জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন আহবান করতে পারেন।

- আগে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে শুরু হতো। কিন্তু ২০২৩ সাল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আর ডিবেট শুরু হচ্ছে চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবারে।

- ২০২৩ সালে অধিবেশন শুরু হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার। আর ডিবেট শুরু হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর। আপনার মনে হতে পারে ৫ সেপ্টেম্বর তো প্রথম মঙ্গলবার।

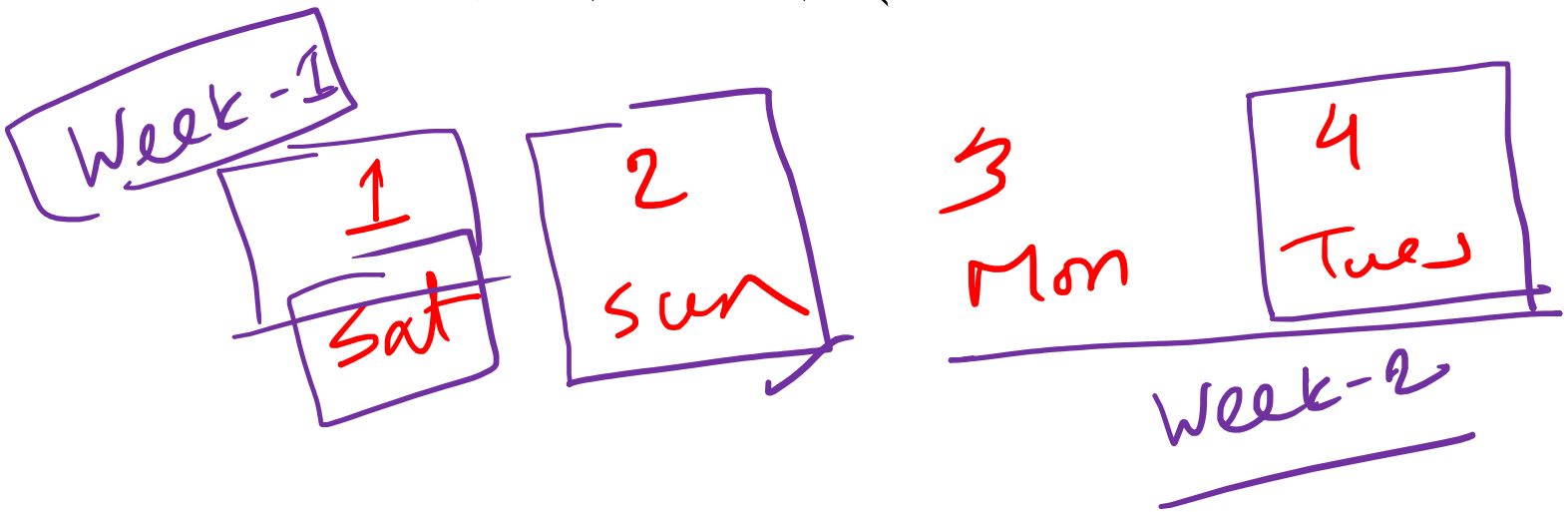

- উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক: ~~২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪-৩০ সেপ্টেম্বর~~
- ৮০তম অধিবেশনের শুরু ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

ডিবেটের শুরু ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

- অধিবেশনের শুরুতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য সভার সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি এবং ২১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন।
- সভাপতির মেয়াদ ১ বছর।
- সনদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু ভোট দিতে পারে ১টি।

- ৮০-তম অধিবেশনের ২১ জন সহ-সভাপতির এজন ছিল বাংলাদেশ।

- বর্তমানে চলছে ৮০-তম অধিবেশন।
- ৮০-তম অধিবেশনের সভাপতি – আনালেনা বেরবক (জার্মান ডিপ্লোম্যাট)

৮০-তম অধিবেশন

- মেয়াদ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ – ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
- Theme: "Better together: 80 Years and more for Peace, Development and Human Rights."
- অধিবেশনের সময়: ৯-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- High-Level General Debate – ২৩ সেপ্টেম্বর

আলোচ্য বিষয়

- UN80 রিফর্ম উদ্যোগ: জাতিসংঘকে আরও কার্যকর, কম খরচে পরিচালিত ও সংকটমুখী বিশ্বে দ্রুত সাড়া দেওয়ার উপযোগী করা।
- SDG অগ্রগতি: বর্তমানে বিশ্বে মাত্র ১৮% SDG লক্ষ্যপূরণ সঠিক পথে — তাই গতি বাড়ানো প্রধান লক্ষ্য।
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা: গাজা, ইউক্রেন, সুদানসহ বৈশ্বিক সংঘাত মোকাবিলা এবং বহুপাক্ষিকতা শক্তিশালী করা।
- উন্নয়ন অর্থায়ন সংকট: UN–এর বাজেট ঘাটতি মোকাবিলা, উন্নয়ন তহবিল পুনর্গঠন।
- জলবায়ু, নারীর অধিকার, ডিজিটাল মানবাধিকার বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

ড. ইউনূসের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে বক্তব্য

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল-

- গণতান্ত্রিক রূপান্তর ও প্রশাসনিক সংস্কারের অগ্রগতি
- ২০২৬ সালের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের অঙ্গীকার
- "Three-Zero World" ধারণা (শূন্য কার্বন নির্গমন শূন্য দারিদ্র্য শূন্য বেকারত্ব)
- জাতিসংঘ কাঠামোর সংস্কার ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব
- বহুপাক্ষিকতা ও বৈশ্বিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বার্তা

ড. ইউনূসের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে বক্তব্য

- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ন্যায্য সংস্কারের আহ্বান
- দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা (SAARC) পুনর্জাগরণের প্রস্তাব
- মানবাধিকার ও নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্ব
- প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ন্যায্য ব্যবহার
- দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান

সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাশের জন্য

২/৩ ভোট দরকার হয়।

৩ ২

কার্যাবলি

- সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন।
- মহাসচিব নিয়োগ।
- সদস্য দেশকে বহিষ্কার।
- জাতিসংঘের বাজেট পাস।

- সদস্য দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ।
- অঙ্গ সংস্থার সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের সাথে সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ।
- শান্তির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা

UN80 Initiative

- উদ্দেশ্য: জাতিসংঘকে আরও দক্ষ, একীভূত এবং আধুনিক করে তোলা।
- ২০২৫ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এটি শুরু করেন।

UN80 Initiative

UN80-এর কাজ তিনটা প্রধান অংশে বিভক্ত:

- **দক্ষতা বাড়ানো (Efficiencies):** UN-এর অফিস এবং কাজকর্মে অপচয় কমানো।
  উদাহরণ: ২০২৬ সালের বাজেটে **৫০০ মিলিয়ন ডলার কমানো** হবে।
- **ম্যান্ডেট পর্যালোচনা (Mandate Review):** সদস্য দেশগুলো UN-কে যে কাজ দিয়েছে (যেমন শান্তি রক্ষা, উন্নয়ন), সেগুলো কতটা ভালো হচ্ছে তা চেক করা।
- **গঠনমূলক পরিবর্তন (Structural Changes):** UN-এর সংস্থাগুলোকে একত্রিত করা, যাতে কাজ ডুপ্লিকেট না হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ

UNSC

নিরাপত্তা পরিষদ

স্বস্তি পরিষদ /

Global safety net

নামেও পরিচিত

সদস্য

- স্থায়ী ৫ + অস্থায়ী ১০ = ১৫

- ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত অস্থায়ী সদস্য ছিল ০৬

১১ P-5 + T-6 → ১০

বর্তমান অস্থায়ী সদস্য

- Algeria (2025)
- Denmark (2026)
- Greece (2026)
- Guyana (2025)
- Pakistan (2026)
- Panama (2026)
- Republic of Korea (2025)
- Sierra Leone (2025)
- Slovenia (2025)
- Somalia (2026)

- সবথেকে বেশিবার নির্বাচিত হয়েছে – জাপান ও ব্রাজিল (১২ বার)

Bangladesh
↓
2 times

- অস্থায়ী সদস্য- মেয়াদ ২ বছর
- সভাপতি - মেয়াদ ১ মাস

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভেটো দিয়েছে – রাশিয়া

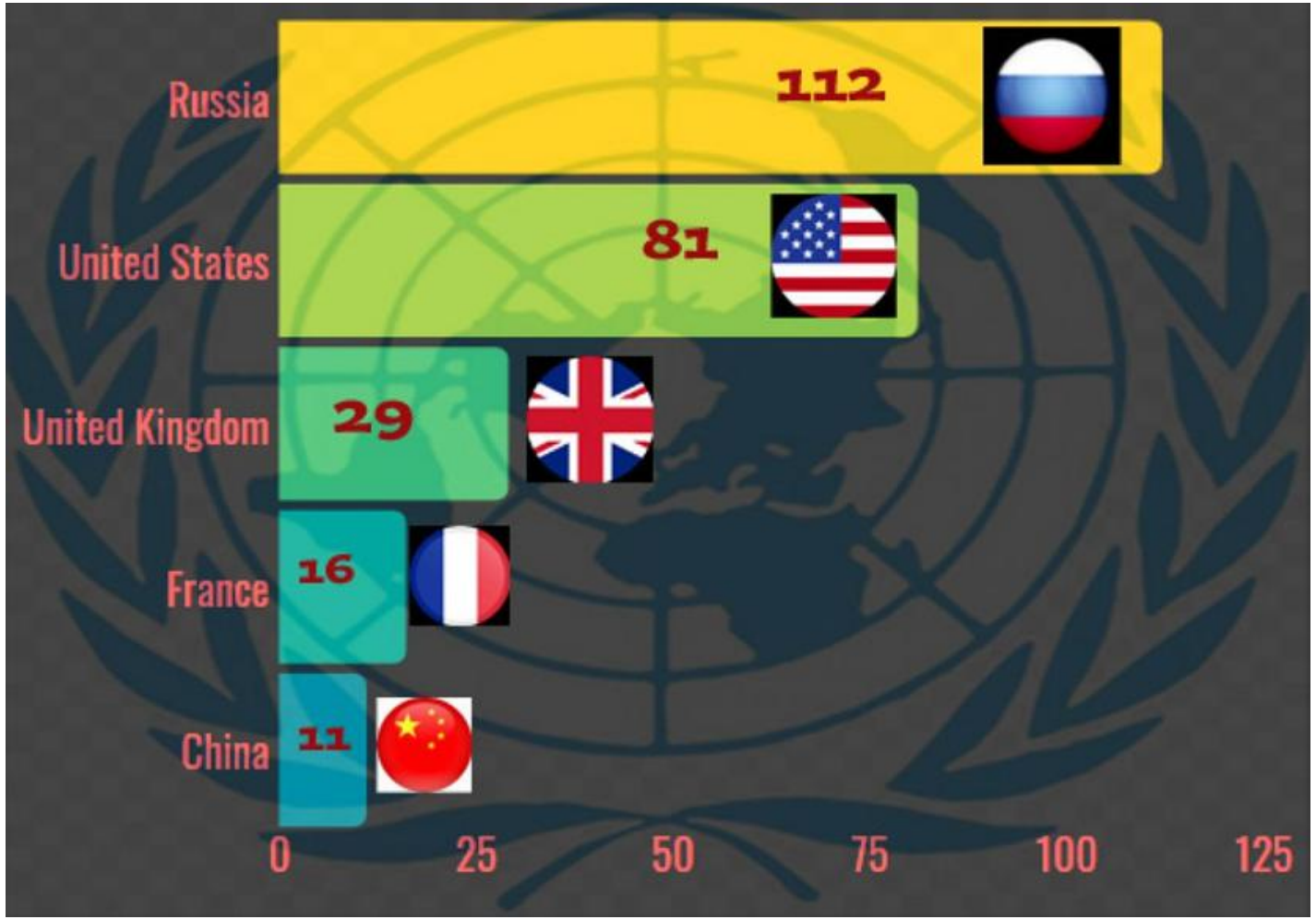

কোন সিদ্ধান্তের জন্য কমপক্ষে ভোট প্রয়োজন

৯ টি ভোট

(P-5)

৯/১৫

কার্যাবলি

- মহাসচিব নিয়োগে সুপারিশ।
- অবরোধ আরোপ।
- সনদ সংশোধন।

- সাধারণ পরিষদ তথা জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান।
- শান্তিরক্ষী কার্যক্রম পরিচালনা।
- বিচারক নিয়োগ।

জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয়

- দ্যাগ হেমারশোল্ড ভবন।
- বিভাগ: ৮টি

জাতিসংঘ

সচিবালয় প্রধান

নির্বাহী: মহাসচিব

উপ-মহাসচিব:

১১ জন

সহকারী মহাসচিব:

৬ জন

মহাসচিব

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council

- জাতিসংঘের এই পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র, নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এই পরিষদ দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমেও পরিচালনা করে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অপর নাম উন্নয়ন পরিষদ।

কার্যাবলি:

- মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়ন
- উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা
- মানবাধিকার অর্জন
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
- মাদক দ্রব্য ও চোরাচালান রোধ।

- অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিষদকে United Nations Family বলেও ডাকা হয়।
- বর্তমান সদস্য ৫৪টি।
- প্রতি বছর ১৮টি সদস্য দেশ অবসর নেয় এবং ১৮টি নতুন সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য।
- এ পরিষদের অধিবেশন বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়; একবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এবং অন্যটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।

২০২৫ ২০২৪

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

Lok Bahadur Thapa

মেয়াদ – ১ বছর

বাংলাদেশ ২০২৫-২০২৭ (১০ম বার) সালের জন্য ইকোসকের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

- আঞ্চলিক কমিশন - ৫ টি
- UN Family নামে পরিচিত

ECE

- Economic Commission for Europe
- সদর দপ্তর - জেনেভা

ECA

- Economic and Social Council for Africa
- সদর দপ্তর - আদ্দিস আবাবা

ECLAC

- Economic Commission for Latin America and the Caribbean
- সদর দপ্তর - সান্তিয়াগো

ESCAP

- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
- সদর দপ্তর - ব্যাংকক

ESCWA

- Economic and Social Commission for Western Asia
- সদর দপ্তর - বৈরুত, লেবানন

Let’s Recap

আন্তর্জাতিক আদালত

ICJ

প্রতিষ্ঠা – ১৯৪৫

আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

সদর দপ্তর

Peace Palace

হেগ

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

প্রফেসর ইউজি ইওয়াসাওয়া

মেয়াদ – ৩ বছর

বিচারক ১৫ জন

মেয়াদ ৯ বছর।

কার্যাবলি

- আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র অন্য সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।
- কোন বক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যয়না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

ICC

Cour Pénale Internationale

International Criminal Court

- ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই রোমে যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত 'Rome Statute' স্বাক্ষরিত।
- ২০০২ যাত্রা শুরু হয়
- সদর দপ্তর - হেগ

1998

2002

- ICC-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী, ICCতে চার ধরনের অপরাধের বিচার করা যায়: জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, আগ্রাসনের অপরাধ।
- ১৯৯৮ সালের মূল আইনে প্রথম তিনটি অপরাধের কথা বলা ছিল।
- ২০১০ সালে রোম সংবিধিতে সংশোধনীর মাধ্যমে ক্রাইম অব অ্যাগ্রেশন বা আগ্রাসনের অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

কী কী বিচার করে?

- গণহত্যার অপরাধ
- মানবতাবিরোধী অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধ
- আগ্রাসনের অপরাধ

বর্তমান সদস্য – ১২৫

- সর্বশেষ- ইউক্রেন **

বাংলাদেশ রোম বিধি স্বাক্ষর করে – ২০১০

বাংলাদেশ –

১১১ তম

- বাংলাদেশ রোম বিধি স্বাক্ষর করে: ২৩ মার্চ, ২০১০। ঐ দিনই বাংলাদেশ ICC এর ১১১তম সদস্যপদ লাভ করে এবং ২৫ মার্চ, ২০১০ তারিখে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য International Criminal Tribunal প্রতিষ্ঠা করে।
- বর্তমানে সেই ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হয়েছে।

বিচারক

- ১৮ জন — ICC
- মেয়াদ ৯ বছর।

ICJ → 15

ICC	ICJ
মেয়াদ	মেয়াদ
— 9 years	— 9 years
— 3 "	— 3

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

তোমোকো আকানে

মেয়াদ – ৩ বছর

অছি পরিষদ

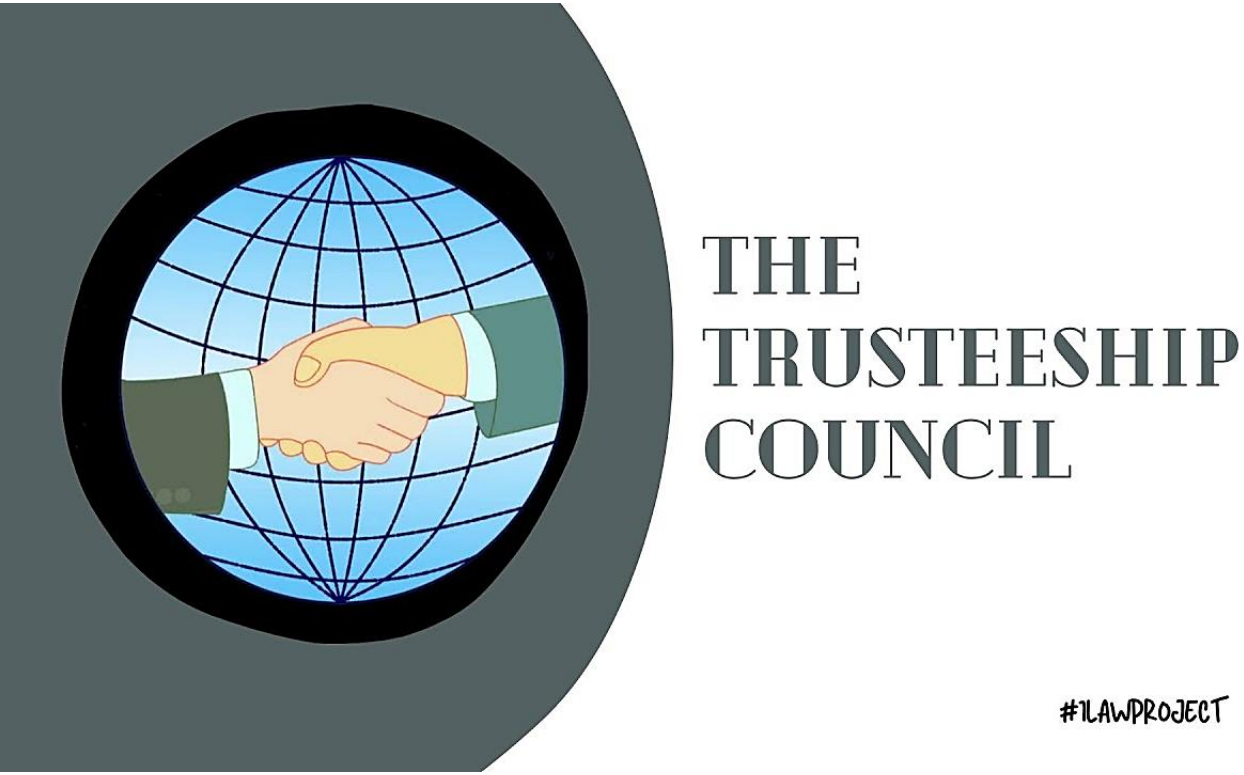

- বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের দায়িত্ব নেয়া
- কার্যক্রম স্থগিত: ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার পর থেকে

অছি পরিষদ

- অছি পরিষদ নিম্নলিখিত তিন ধরনের সদস্য নিয়ে গঠিত-

১. অছিভুক্ত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব বহনকারী সদস্যরাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ;

২. নিরাপত্তা পরিষদের যেসব স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের শাসনাধীন কোনো অছিভুক্ত অঞ্চল নেই, সেসব সদস্যরাষ্ট্র এবং

৩. সাধারণ সভা কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্র, যারা কোনো অছি অঞ্চলের প্রশাসকনয়।

- সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার মাধ্যমে অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত হয়।

Let’s Recap